দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...16 NOV 1987...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3 ...

শিক্ষাঙ্গনে

শেরপুর সরকারী মহিলা কলেজের সমস্যা

শেরপুর জেলার মহিলাদের শিক্ষার একমাত্র উচ্চ বিদ্যাপীঠ শেরপুর সরকারী মহিলা কলেজটি স্থাপিত হয় ১৯৭২ সনে। ১৯৮৪ সনের নভেম্বর মাসে কলেজটি সরকারীকরণ করা হয়। এই কলেজের ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৫শ'। বর্তমানে কলেজটি নানা সমস্যার আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে। সরকারীকরণের পর ৩ বছর অতিক্রান্ত হতে চললেও এই কলেজের শিক্ষক সমস্যার কোন সমাধান হয়নি। কলেজে শিক্ষক স্বল্পতা হেতু শিক্ষা কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সাময়িকভাবে অধ্যক্ষ, ১ জন উপাধ্যক্ষ এবং ১৬ জন শিক্ষক নিয়ে এই কলেজ পরিচালনার কথা থাকলেও বর্তমানে উপাধ্যক্ষসহ ৬ জন শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে। ১২ জন শিক্ষক কর্তব্যরত থাকলেও অধ্যক্ষ ছাড়া বাকী পদগুলোর একটিও এখন পর্যন্ত স্থায়ী করা হয়নি।

এই কলেজে জীব বিদ্যা বিভাগে কোন শিক্ষক নেই। অর্থনীতি, দর্শন, বাংলা, ইসলামী শিক্ষা বিভাগে ১ জন করে শিক্ষক আছেন।

শিক্ষকের সংখ্যা কম থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিমধ্যে দর্শন ও ইসলামী শিক্ষা বিষয়ের স্বীকৃতি বাতিল করা হয়েছে। ছাত্রীদের জন্য কোন কমনরুম নেই। খেলাধুলার সরঞ্জাম নেই বললেই চলে। পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টিভি'র ব্যবস্থা না থাকায় ছাত্রীরা চিত্ত বিনোদন থেকে বঞ্চিত। ছাত্রীদের জন্য ১টি টিভি থাকলেও তা বর্তমানে অধ্যক্ষের বাসভবনে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

কলেজের ছাত্রীবাসের অবস্থা খুবই করুণ। সীট সংখ্যার চেয়ে ২/৩ গুণ বেশী ছাত্রী ভর্তি করায় হোস্টেলে ছাত্রীদের গাদাগাদি করে থাকতে হচ্ছে। চেয়ার-টেবিল রাখা তো দূরের কথা রুমের বিছানায় বসে পড়াশুনা করার মত কোন পরিবেশ নেই। ফলে সকাল ও সন্ধ্যায় কলেজ ক্যাম্পাসের বারান্দায়, মাঠে এবং অফিস কক্ষের বারান্দার সামনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছাত্রীদের পড়াশুনা করতে দেখা যায়। তাছাড়া হোস্টেলের খাওয়া-দাওয়ার মানও খুব উন্নত নয়।

কলেজের আসবাবপত্রের দারুণ অভাব। শিক্ষকদের বসার চেয়ার-টেবিল ও ছাত্রীদের বসার বেঞ্চ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। বিজ্ঞানাগারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যন্ত্রপাতিও নেই। কলেজ লাইব্রেরীটি নামে মাত্র। সেখানে তেমন কোন বই পুস্তক না থাকায় কলেজের ছাত্রীরা লাইব্রেরীর সুযোগ-সুবিধা থেকে দীর্ঘদিন যাবত বঞ্চিত। অন্যদিকে এই কলেজের কর্তব্যরত শিক্ষক এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি, অনিয়ম, অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার অভিযোগ রয়েছে। শিক্ষক স্বল্পতার জন্য এমনিতেই ক্লাস কম হয়, তদুপরি যারা বর্তমানে কর্মরত আছেন তাদের গাফিলতি ও উদাসীনতায় ক্লাস রীতিমত হচ্ছে না বলে ছাত্রীদের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়া যায়।

বিশেষ করে বিজ্ঞান বিভাগের অবস্থা খুবই অসন্তোষজনক। এই বিভাগে নিয়মিত ক্লাস হয় না। কলেজে সরকার প্রদত্ত রসিদ বই থাকা সত্ত্বেও বেসরকারী কলেজ থাকাকালীন ছাপানো পুরোনো রসিদ বই দিয়ে টাকা আদায় করা হচ্ছে বলে অভিভাবকরা অভিযোগ করেছেন। মহিলা কলেজ হলেও কলেজ চলাকালীন সময়ে বাইরের লোকজন অবাধে যাতায়াত করে।

গত ১ বছরে কলেজে নিয়ম-শৃংখলার বেশ অবনতি হয়েছে। ছাত্রীরা যখন ইচ্ছা বাইরে যাচ্ছে। কলেজের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতির ফলে অভিভাবক মহল উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। অনতিবিলম্বে এই কলেজের নানাবিধ সমস্যার পাশাপাশি বিভিন্ন অনিয়ম, অভিযোগের প্রতিকার করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত অপরিহার্য।

—মোহাম্মদ আবদুর রহিম বাদল